তারিখ 31 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

যুগান্তর

দুই ভার্সিটিতে ইউজিসির পরিদর্শন

প্রাইমের অবৈধ ক্যাম্পাস ঘিঞ্জি পরিবেশে পিপলসে

যুগান্তর রিপোর্ট

উত্তরায় আছে প্রাইম ইউনিভার্সিটি অবৈধ ক্যাম্পাস। আদালতের নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে। এ লক্ষ্যে কয়েক দফা পুলিশও পাঠানো হয়। তার পরও বিএনএস টাওয়ারে সেটি চালানো হচ্ছে। একই ভবনে পরিচালিত পিপলস ইউনিভার্সিটির একটি ক্যাম্পাস। অত্যন্ত ঘিঞ্জি পরিবেশে পরিচালিত ওই ক্যাম্পাসে লেখাপড়ার পরিবেশ একদম নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) আকস্মিক পরিদর্শনে এই চিত্র ফুটে উঠেছে।

সংস্থাটির সদস্য অধ্যাপক আখতার হোসেনের নেতৃত্বে দুই সদস্যের দল মঙ্গলবার এই পরিদর্শনে যায়। বিষয়টি নিশ্চিত করে অধ্যাপক হোসেন যুগান্তরকে বলেন, 'প্রাইম ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসটি ইতিপূর্বে বন্ধ ঘোষিত। তারাও দাবি করেছে ২০১৪ সালের পর চলছে না। কিন্তু আমরা যাওয়ার পর প্রথমে খুলতে চায়নি। অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে খুলেছে। এরপর ভেতরে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে মনে হয়নি ক্যাম্পাসটি চলছে না। কেননা, উত্তরার মতো জায়গায় এত বিশাল জায়গা ফেলে রাখার জন্য ভাড়া নেয়ার কথা নয়।' তিনি আরও বলেন, 'পিপলস ইউনিভার্সিটির ভেতরে দমবন্ধ অবস্থা। ঘিঞ্জি পরিবেশে ১০-১২ জন শিক্ষার্থীকে বসা দেখলাম। সেখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয়। কিন্তু ব্যবহারিকের জন্য ল্যাবরেটরিতে তেমন যন্ত্রপাতি দেখিনি।'

পরিদর্শন দলের সদস্যরা জানিয়েছেন, প্রাইম ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসটি জনৈক সাব্বির হাসান এবং আবুল হোসেন নামে দু'জন ব্যক্তি চালাচ্ছেন। এদের মধ্যে সাব্বির হাসানের বাবা ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক পরিচালক। বিএনএস টাওয়ারের ১৩তম তলায় এটি

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

প্রাইমের অবৈধ ক্যাম্পাস

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অবস্থিত। পরিদর্শক দল ক্লাসরুমসহ অন্য কর্মকর্তাদের রুমের ছবি তুলে নিয়েছে। এ সময় জিয়াউর রহমান ও আবুল হাসেমসহ কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গেও কথা বলে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক আখতার হোসেন বলেন, ভবনটির উপরে এবং প্রবেশপথে সাইন বোর্ড আছে। এক সময়ে এটি আউটার ক্যাম্পাস হিসেবে অনুমতি পেলেও অনেক মামলা-মোকদ্দমার পর সরকার তা বন্ধের আদেশ দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, সেখানে ছাত্র না পেলেও রুমগুলো পরিপাটি পেয়েছি। তাতে মনে হয়নি, দু'বছর ধরে কার্যক্রম চলছে না। বিদ্যমান পরিবেশ দেখে তাদের ব্যাখ্যা আমাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। মিরপুরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাস অবস্থিত। সম্প্রতি যে ১১ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সতর্ক করে ইউজিসি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে, তার মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে।

অধ্যাপক হোসেন যুগান্তরকে আরও বলেন, ১৪তম তলায় অবস্থিত পিপলস ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস। ১৩তম তলার পরিবেশের ঠিক বিপরীত অবস্থা সেখানে। ঢোকার পরই উটকো গন্ধ এসে আমাদের নাক লাগে। অক্সিজেনের মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে। একটা দমবন্ধ অবস্থা। উপস্থিত একজন শিক্ষক নিজেকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ঢাকা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট ও পরে বাংলাদেশেই অবস্থিত একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার কথা জানিয়েছেন। তাদের ৩শ' ছাত্রছাত্রী আছে। এদের মধ্যে দুই শতাধিকই সান্ধ্যকালীন কোর্সের। কিন্তু এই কোর্স অনুমোদিত কিনা তা জানাতে পারেননি। ল্যাবরেটরিতে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নেই। ক্লাসরুমের জায়গাও পর্যাপ্ত নয়। তারা অবশ্য জানিয়েছে, আবদুল্লাহপুরে তাদের ব্যবহারিক ক্লাস হয়। কিন্তু সেটা কার কাছ থেকে অনুমোদন নেয়া হয়েছে, সে সদুত্তর দিতে পারেননি। টেকনিক্যাল একটি বিভাগের কার্যক্রম এভাবে চলতে পারে না। তিনি বলেন, ওখানে নারী শিক্ষক পেয়েছি আমরা। কিন্তু পরিবেশটি নারীদের জন্য নিরাপদ মনে হয়নি। সার্বিকভাবে পরিবেশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়।